মসজিদের মেহরাব প্রসঙ্গ

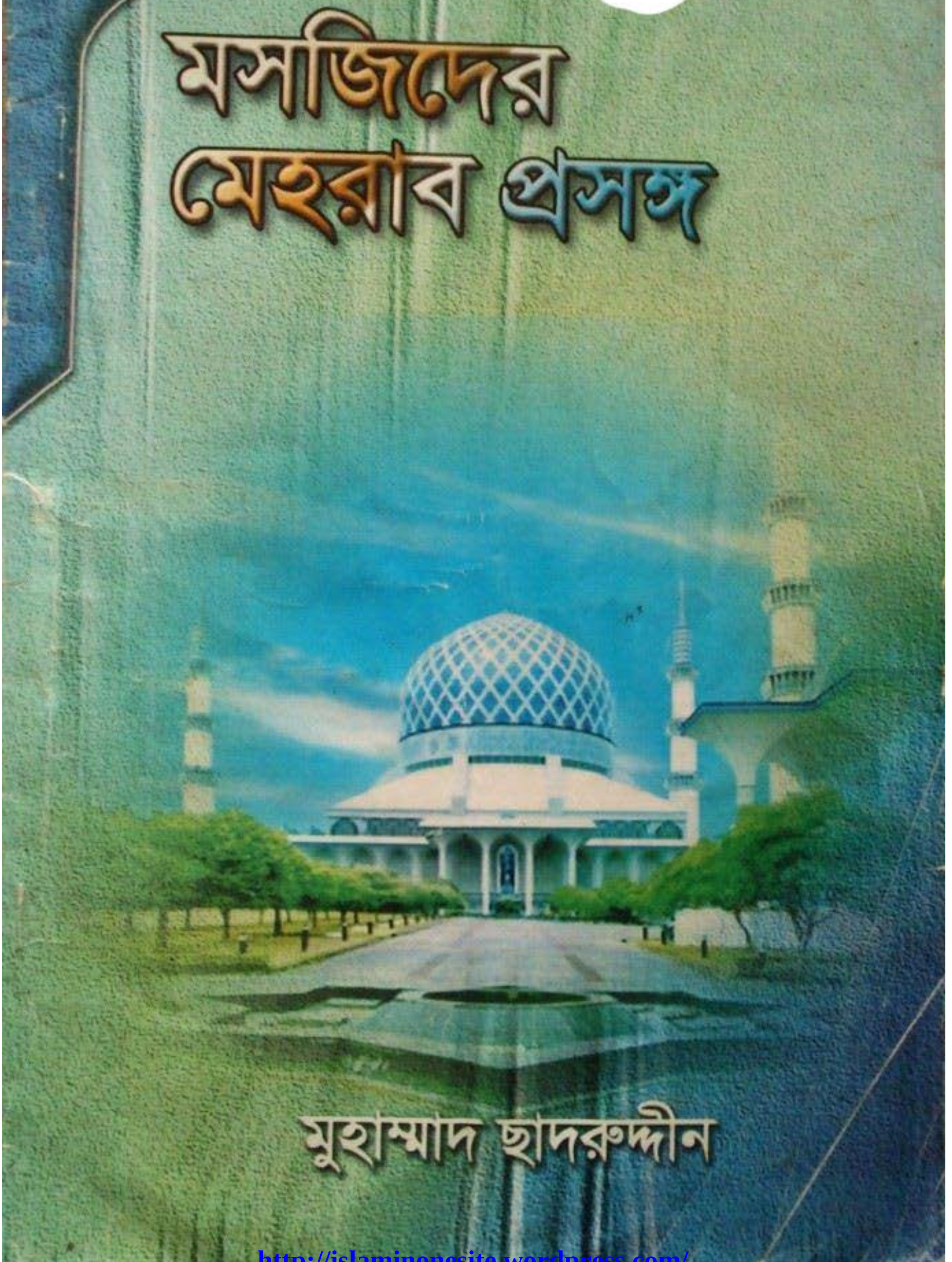

মুহাম্মাদ ছাদরুদ্দীন

http://islaminonesite.wordpress.com/

মসজিদের মেহ্‌রাব প্রসঙ্গ

মুহাম্মাদ ছাদরুদ্দীন

http://islaminonesite.wordpress.com/

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	৪
২	কুরআন মাজীদে মেহরাবের আলোচনা	৫
৩	মেহরাবের শাব্দিক অর্থ	৭
৪	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তাঁর মসজিদদে মেহরাব ছিল কি?	৮
৫	মসজিদদে কখন থেকে মেহরাব চালু হয়?	১০
৬	মসজিদদে মেহরাব দেয়া যাবে কি?	১০
৭	যারা মেহরাবের পক্ষে মত পোষণ করেছেন	১১
৮	যারা মেহরাবকে বিদ'আত বলেন	১২
৯	মেহরাবের প্রমাণে হাদীছ সমূহ ও তার অবস্থা	১৪
১০	মেহরাবের না দেয়ার প্রমাণে হাদীছ সমূহ ও তার অবস্থা	১৫

http://islaminonesite.wordpress.com/

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

'মসজিদের মেহরাব প্রসঙ্গ' বইটি প্রকাশ করতে পেরে সর্বাগ্রে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। ফালিল্লা-হিল হামদ্। বিভিন্ন স্থানে মুছল্লীদের মাঝে মসজিদের মেহরাব সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে মেহরাব ছিল কি-না? মসজিদে মেহরাব দেয়া যাবে কি-না? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধান হওয়া প্রয়োজন। উক্ত প্রশ্নাবলীর দলীল ভিত্তিক সমাধান দেওয়ার লক্ষ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র পচেষ্টা। বইটি প্রকাশে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং তাঁদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রাণখোলা দো'আ করছি, আল্লাহ যেন তাদেরকে উত্তম পারিতোষিকে ভুষিত করেন। বইটি প্রকাশে ভুল-ভ্রান্তি ও মুদ্রণত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠকগণ সে বিষয়ে অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে বইটি পাঠে পাঠক মহল উপকৃত হলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

॥লেখক॥

http://islaminonesite.wordpress.com/

কুরআন মাজীদে মেহরাবের আলোচনাঃ

সম্মানিত পাঠক! প্রথমে আমরা কুরআন মাজীদ থেকে মেহরাবের বিবরণ জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের পাঁচ জায়গায় মেহরাব শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

১. মহান আল্লাহ বলেন,

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

'অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাকে (মারইয়ামকে) উত্তমভাবে গ্রহণ করলেন এবং যথাযথভাবে তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করলেন। তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার নিকট আসতেন, তখনই খাবার দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারইয়াম! তোমার নিকট এসব খাবার কোথা থেকে আসে? তিনি বলতেন, এসব খাবার আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব খাবার দান করেন' *(আলে ইমরান ৩৭)*।

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ.

'যখন যাকারিয়া মেহরাবের ভিতরে ছালাতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে' *(আলে ইমরান ৩৯)*।

যাকারিয়া (আঃ) মারইয়ামের কক্ষে অসময়ে ফল দেখে তার মনে জাগল যে মহান প্রভু অসময়ে ফল দান করতে পারেন, তিনি আমার এ বার্ধক্যে এবং আমার স্ত্রীর বন্ধ্যা অবস্থায় আমাদেরকে সন্তান দান করতে পারেন। তখন তিনি এ বলে আল্লাহর দরবারে দো'আ করলেন,

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

উচ্চারণঃ *রব্বি হাবলী মিললাদুনকা যুররিইয়াতান ত্বইয়েবাতান ইন্নাক সামীউদ দু'আ।*

অর্থঃ 'হে আমার পালনকর্তা! আপনার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী' *(আলে ইমরান ৩৮)*। তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, এ সময় তিনি মেহরাবের (কামরা বা কক্ষের) ভিতর ছালাতরত অবস্থায় ছিলেন *(আলে ইমরান ৩৯)*।

http://islaminonesite.wordpress.com/

৩. যাকারিয়া (আঃ) যখন সন্তান লাভের দো'আ করলেন, তখন তাঁর দো'আ কবুল হয়ে গেল।

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا، فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا.

যাকারিয়া (আঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ (সন্তান হওয়ার জন্য) আমাকে কিছু নিদর্শন দিন। আল্লাহ বললেন, তোমার নিদর্শন হচ্ছে তিন রাত মানুষের সাথে কথা বলবে না। তখন যাকারিয়া (আঃ) তাঁর মেহরাব থেকে বের হয়ে লোকদেরকে ইশারা করে বললেন, তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর' *(মারইয়াম ১০-১১)*। অত্র আয়াতে মেহরাব অর্থ কক্ষ।

৪. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ. 'তারা (জিন) সুলাইমান (আঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী মাহারিব ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বড় বড় পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বড় বড় ডেগ নির্মাণ করে' *(সাবা ১৩)*। অত্র আয়াতে উল্লিখিত 'মাহারিব' শব্দটি মেহরাবের বহুবচন, যার অনেক অর্থ পাওয়া যায়। তবে এখানে নিরাপদ স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

৫. অন্য আয়াতে আরো এসেছে,

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَ أَنَابَ، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.

'আমি দাউদের সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং আমি তাকে প্রজ্ঞা ও ফায়ছালা করার জ্ঞান দান করেছিলাম। (হে রাসূল!) তোমার কাছে দাবীদারদের সংবাদ পৌঁছেছে? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মেহরাবে প্রবেশ করেছিল? যখন তারা দাউদের নিকট প্রবেশ করল, তখন দাউদ (তাদের দেখে মানবিকভাবে) ঘাবড়িয়ে গেলেন। তারা বলল, ভয় করবেন না, আমরা বাদী-বিবাদী দু'টি পক্ষ একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করছি। অতঃপর আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। সে আমার ভাই, সে নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক, আর আমি একটি মাদি দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে এটি আমাকে দিয়ে দাও, সে কথা-বার্তায় আমার উপর বল প্রয়োগ করে। দাউদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি অবিচার করে থাকে। তবে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তারা (অবিচার) করে না। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের খেয়াল হল যে, আমি আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর (দাউদ) তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। আমি তার অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয়ই আমার কাছে রয়েছে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা এবং সুন্দর আবাসস্থল' *(ছোয়াদ ২১-২৫)*।

এখানে মেহরাব অর্থ ইবাদতখানা। দাউদ (আঃ)-এর ইবাদতের জন্য মেহরাব নামে একটি স্থান ছিল। সেখানে তিনি ইবাদত করছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'জন ফেরেশতা মানুষ রূপে বাদী-বিবাদী সেজে আসলেন। কি কারণে এসেছিলেন তার কোন স্পষ্ট বর্ণনা বা প্রমাণ নেই। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা ইসরাঈলী কাহিনী। এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই। তাই সতর্ক অনুসন্ধানী তাফসীরবিদগণ বলেন, আল্লাহ নবীগণকে পরীক্ষা করার বিশদ বিবরণ দেননি। আমাদেরও এর পিছনে পড়ে কারণ খুঁজতে লেগে যাওয়া উচিৎ নয়। যতটুকু কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে ততটুকু মেনে নেয়া ঈমানের দাবী *(তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, পৃঃ ১১৬২)*। এ কারণে পরবর্তী মনীষীগণ বলতেন, اُمــوا مــا اُمــه الله. 'আল্লাহ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও' *(তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, পৃঃ ১১৬২)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আউরিয়া নামক এক যোদ্ধার স্ত্রীর সাথে দাউদ (আঃ)-এর আচরণ সম্পর্কীয় ঘটনা কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং এ ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তা হল দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ মাত্র। এমর্মে আলী (রাঃ) থেকে একটি ঘটনা রয়েছে। কেউ যদি দাউদ (আঃ)-এর এ ঘটনা বিশ্বাস করে তাহলে আমি তাকে ডবল হদ অর্থাৎ ১৬০ দোররা লাগাবো *(তাফসীরে কুরতুবী, ১৫/১১৯)*। তাই এ ঘটনা বর্ণনা করা থেকে আমাদেরকে অতীব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বড় বড় তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দেখা হলো তাতে মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝিতে ইমামের জন্য একটু অতিরিক্ত জায়গা করতে হবে, এমর্মে কোন তাফসীর পাওয়া যায় না।

মেহরাবের শাব্দিক অর্থ

সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারইয়ামে যাকারিয়া (আঃ) ও মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কীয় আলোচনায় বুঝা যায়, মেহরাব অর্থ বসবাসের স্থান। সুলাইমান (আঃ)-এর আদেশে জিনদের কার্যক্রমে বুঝা যায়, মেহরাব অর্থ শত্রু থেকে বাঁচার জন্য দুর্গ বা প্রাসাদ। সূরা ছোয়াদে দাউদ (আঃ)-এর আলোচনায় বুঝা যায়, মেহরাব অর্থ ইবাদতখানা। কামূসুল মুহীত প্রণেতা বলেন, মেহরাব অর্থ কক্ষ, বাড়ির সামনের অংশ, বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ স্থান, মসজিদে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান এবং এমন জায়গা যেখানে রাজা সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন হয়ে অবস্থান করেন। আর মাহারিব অর্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলদের মসজিদ সমূহ

http://islaminonesite.wordpress.com/

যেখানে তারা বসে থাকত। মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, মেহরাব অর্থ কক্ষ। আল্লামা সুয়ূতী তাফসীরে জালালাইনে বলেন, মেহরাব অর্থ কক্ষ আর তা হচ্ছে বসার সম্মানিত স্থান। এ কিতাবে সূরা আলে ইমরানের ৩৭ নং আয়াতের টীকায় রয়েছে কারো মতে, মেহরাব অর্থ মসজিদ, মেহরাব সমূহকে মসজিদও বলা হত। কারো মতে, মেহরাব অর্থ মসজিদের ইমামের স্থান। আল্লামা মুহাল্লী সূরা সাবার ১৩ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, মাহারীব অর্থ উচ্চ প্রাসাদ। আল্লামা শাওকানী বলেন, মেহরাব অর্থ ছালাতের স্থান। যুবদাতুত তাফসীরে বলা হয়েছে, মাহারীব হচ্ছে সুন্দর ঘর ও বাড়ীর উত্তম বস্তু এবং বাড়ীর সামনের অংশ। মাজমাউল বাহরাইনে রয়েছে, মেহরাব এমন একটি ঘর যা বানী ইসরাঈলদের মসজিদে ছিল, তা সাধারণ মেঝে হতে উঁচু হত *(ছহীফা আহলেহাদীছ, ১৩৮২ হিজরী)*।

কাতাদা (রাঃ) বলেন, মাহারীব হচ্ছে প্রাসাদ ও মসজিদ সমূহ। ইবনু যায়েদ বলেন, মাহারীব হচ্ছে বসবাসের জায়গা সমূহ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, মাহারীব হচ্ছে ঘরসমূহ প্রাসাদ নয়। যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, মাহারীব হচ্ছে মসজিদ সমূহ। আল্লামা তাবারী (রহঃ) বলেন, মেহরাব হচ্ছে প্রত্যেক বৈঠকের সামনের অংশ এবং ছালাতের স্থান। আর এ দু'টি সম্মানিত স্থান। অনুরূপ হচ্ছে মসজিদের মেহরাব। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, মেহরাবের অর্থ হচ্ছে মসজিদের বৈঠকের সম্মানিত স্থান।

যাকারিয়া (আঃ) মারইয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে মারইয়াম বড় হলে তার জন্য একটি উঁচু স্থান নির্মাণ করেছিলেন যাতে সিঁড়ির মাধ্যমে যাকারিয়া (আঃ)-কে উঠতে হত। সেটাই মারইয়ামের মেহরাব বা সম্মানিত স্থান *(আলে ইমরান ৩৭)*। তিনি সূরা মারইয়ামের ১১ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, বৈঠকে নেতার জন্য নির্মিত উঁচু স্থানকে মেহরাব বলে।

বাদশাহ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের জন্য যে বাসভবন নির্মাণ করেন তাকেও মেহরাব বলা হয়। শব্দটি 'হারব' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো যুদ্ধ। এ ধরনের বাসভবনকে অন্যদের নাগাল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয়, সেজন্য প্রয়োজনে যুদ্ধও হতে পারে। প্রাচীন যুগে মাহারীবে বানী ইসরাঈল এবং ইসলামী যুগে মাহারীবে ছাহাবা বলে তাদের মসজিদ বুঝানো হত। মফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) বলেন, মেহরাব আসলে বাড়ীর উপর তলা অথবা গৃহের সম্মুখভাগকে বলা হত। পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতখানার সামনের অংশকে বলা হয়। কুরআনে এটি ইবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তাঁর মসজিদে মেহরাব ছিল কি?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদে মেহরাব ছিল কি-না এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

وعن سهل ان سعد الساعدي أنه سئل من أي شيء المنبر؟ فقال هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل

http://islaminonesite.wordpress.com/

ووضع فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأســه ثم رجع القهقري فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقري حتى يجد بالأرض، هذا لفظ البخاري وفي المتفق عليه نحوه، وقال في آخره فلما فرغ أقبل علــى الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.

সাহল ইবন সা'দ (রাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে নবী করীম (ছাঃ)-এর মিম্বার কোন বস্তুর ছিল? তিনি বললেন, জঙ্গলের ঝাউ গাছের ছিল। এক মহিলার গোলাম তা তৈরী করেছিল। তা তৈরী করে মসজিদে রাখা হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বিবলামুখী হয়ে তার উপর দাঁড়ালেন এবং আল্লাহু আকবার বললেন। মুছল্লীরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালো। তিনি ক্বিরআত করলেন এবং রুকূ করলেন, মুছল্লীরা তাঁর পিছনে রুকূ করল। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং পিছন দিকে সরে মিম্বার থেকে নেমে গেলেন এবং মাটিতে সিজদাহ করলেন। তারপর মিম্বারে ফিরে গেলেন এবং ক্বিরআত করলেন ও রুকূ করলেন। তারপর রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে পিছন দিকে সরে মিম্বার থেকে নেমে গেলেন এবং মাটির উপর সিজদাহ করলেন। ছালাত শেষে বললেন, হে লোকেরা! আমি এরূপ এজন্য করলাম যেন তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার ছালাত শিখে নিতে পার' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১১৩)*।

অত্র হাদীছের আলোকে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এবং বুখারীর অপর এক ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদের মেহরাব ছিল না। কারণ তিনি মিম্বার থেকে নেমে সিজদা দেয়ার জন্য মেহরাবে গেলেন না। এতে প্রমাণ হয় যে, মসজিদে মেহরাব ছিল না *(ফাৎহুল বারী ১/৬৯৬)*। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁর উক্তির যথার্থতা প্রমাণার্থে আরো একাধিক হাদীছ উপস্থাপন করেছেন।

১. সালমাহ (রাঃ) বলেন, মসজিদের দেয়াল এবং মিম্বারের মাঝে এমন পরিমাণ ফাঁকা ছিল যে, ছাগল পার হয়ে যাবে' *(বুখারী হা/৪৯৬; ফাৎহুল বারী ১/৫৭৪)*।

২. সাহাল (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ)-এর ছালাতের স্থান এবং পশ্চিম দেয়ালের মাঝে ছাগল পার হওয়ার মত জায়গা ফাঁকা ছিল *(বুখারী হা/৪৯৬; ফাৎহুল বারী ১/৫৭৪)*।

৩. বেলাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কা'বা ঘরে প্রবেশ করে যখন ছালাত আদায় করতেন, তখন তাঁর মাঝে এবং দেয়ালের মাঝে ফাঁকা ছিল তিন হাত *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ১/৫৭৯)*।

৪. সাহাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁড়ানোর এবং ক্বিবলার মাঝে ফাঁকা ছিল ছাগল পার হওয়ার মত জায়গা *(ছহীহ আবু দাউদ হা/১০৮২)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী (ছাঃ) মেহরাবের মধ্যে দাঁড়াতেন না।

আল্লামা ওয়াহীদুযযামান (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে মেহরাব এবং ইট-পাথরের তৈরী মিম্বার ছিলনা। এখনও সুন্নাত এটাই যে, মসজিদে মেহরাব এবং ইট-

http://islaminonesite.wordpress.com/

পাথরের মিম্বার তৈরী না করা। কিন্তু একথা কে শুনে? মানুষ রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন *(লুগাতুল হাদীছ, ৭ম খণ্ড)*।

আল্লামা সামহূদী (রহঃ) তাঁর 'ওয়াফাউল ওয়াফা' গ্রন্থে বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এবং চার খলীফার যুগে মসজিদে মেহরাব ছিল না।

আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী তাঁর 'মাজমুআ ফাতাওয়া' গ্রন্থে বলেন, রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবীদের যুগে মসজিদে মেহরাব ছিল না *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৪)*।

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট তদন্ত সাপেক্ষ কথা এটাই যে, নবী করীম (ছাঃ) এবং চার খলীফার যুগে মসজিদে মেহরাব ছিল না *(ছহীফা আহলে হাদীছ, করাচী, ১৬ শাওয়াল, ১৩৮২ হিজরী)*।

আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে মেহরাব ছিল না *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৪)*।

মসজিদে কখন থেকে মেহরাব চালু হয়?

আল্লামা কাসায়ী (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) ওয়াসলী বিন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে মদীনায় দায়িত্বশীল থাকাকালে তিনি মসজিদে নববীর পুনঃনির্মাণ করেন এবং ইমাম দাঁড়ানোর স্থানকে মসজিদ নামকরণ করে এ মেহরাবের নব উদ্ভাবন ঘটান *(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'মসজিদ' অধ্যায়, ফাছলে ছানী, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছের অধীনে)*।

আল্লামা সামহূদী (রহঃ) তাঁর 'ওয়াফাউল ওয়াফা' গ্রন্থে উপরোক্ত মতটি প্রকাশ করেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ)ও এ মত পোষণ করেন এবং এ কথাও বলেন যে, নবী (ছাঃ) ও চার খলীফার যুগে এমনকি প্রথম শতাব্দীতে মেহরাব ছিল না। তার নবোদ্ভাবন ঘটেছে দ্বিতীয় শতাব্দীতে *(ছহীফা আহলে হাদীছ, করাচী, ১৬ শাওয়াল, ১৩৮২ হিজরী)*।

আব্দুল জলীল সামরুদী (রহঃ) বলেন, মেহরাব রেওয়াজী প্রথা শারঈ কাজ নয়। চার খলীফার পরে কোন এক যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে *(ছহীফা আহলে হাদীছ, ১৩৮২ হিজরী)*।

মসজিদে মেহরাব দেয়া যাবে কি?

বর্তমানে মসজিদ সমূহে মেঝের উপর যেসব মেহরাব দেখা যাচ্ছে তা এমনই যে, তার মধ্যে ইমাম ছাহেব সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে পারেন। এরূপ মেহরাব নিষেধের প্রমাণে যেমন কোন ছহীহ হাদীছ নেই, তেমনি এরূপ মেহরাব নির্মাণ করার প্রমাণেও কোন ছহীহ হাদীছ নেই। মেহরাব নিষেধের প্রমাণে যেসব হাদীছ এসেছে তা মসজিদের মেঝে থেকে উঁচু, যা খৃষ্টানদের গির্জায় থাকে। যেটা ছাহাবীগণ অপছন্দ করতেন। এরূপ বানী ইসরাঈলদের মাঝে ছিল। যা মারইয়ামের ঘটনা থেকে প্রমাণিত।

ওমর ইবনু আবদিল আযীয (রহঃ) যে, মসজিদে নববীতে মেহরাব নির্মাণ করেছিলেন এবং সেটা সর্বপ্রথম মেহরাব বলে গণ্য হয়েছে, তা গির্জার মত না হলেও মসজিদের সাধারণ মেঝে থেকে তা দু'হাত উঁচু ছিল, যা আব্বাসীয় শাসনামলে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে *(মেহরাবের তত্ত্বসার, পৃঃ ২১)*।

http://islaminonesite.wordpress.com/

উল্লেখ্য যে, মসজিদে মেহরাব নির্মাণ করার ব্যাপারটি ইবাদতগত নয়; বরং প্রয়োজনীয় ব্যাপার, যা করা যায়। কারণ এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে সামাজিক লেনদেনের বিষয়গুলো নিষেধের দলীল ছাড়া সাধারণভাবে জায়েয। আর ইবাদতগত বিষয়গুলো স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া সাধারণত নাজায়েয *(ইরওয়া ৫/২৯৪)*। সুতরাং মসজিদের সাধারণ মেঝের চেয়ে উঁচু না করে এবং সুন্নাত ও নেকীর কাজ মনে না করে শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যে করা যে, ইমামের পিছনে একটি পূর্ণ কাতার হচ্ছে যা অনেক সময়ে মুছল্লীদের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এরূপ মেহরাবে শারঈ কোন ক্ষতি নেই বলেই আশা করা যায়। সঠিক বিষয় মহান আল্লাহ অবগত। অনুরূপ ফাৎওয়া প্রদান করেন ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী *(হুদীফা আহলে হাদীছ, ১৩৮২ হিজরী)*।

তবে কুরআন, তাফসীর, হাদীছ, হাদীছের ব্যাখ্যা এবং বিদ্বানদের মতামত পড়ে মনে হয়, মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে খোদল করে যাতে রুকূ-সিজদার সময় কাঁধ পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করে এরূপ মেহরাব করা সবচেয়ে ভাল হবে। এ ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৬)* ও আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী *(ফাতওয়া ও মাসায়েল, পৃঃ ৫৪; বুরহানুদ্দীন হানাফী, হেদায়া)*।

যারা মেহরাবের পক্ষে মত পোষণ করেছেন

১। আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী হাদীছের আলোকে মেহরাবের বৈধতা প্রমাণ করেন *(আওনুল মা'বূদ ১/১০০, 'মসজিদে থুথু নিক্ষেপ অপসন্দ' অধ্যায়)*।

২। শায়খ ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, মসজিদে মেহরাবের স্থান থাকা যরূরী। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকেই মেহরাব নির্মিত হয়েছে, সেহেতু মেহরাবে ছালাত আদায় করা অপসন্দনীয় নয়। তিনি আরো বলেন, যারা অপসন্দ করেন তাদের জন্য দলীল যরূরী। দলীলবিহীন কারো কথা গ্রহণ করা যাবে না *(আওনুল মা'বূদ ১/১০৩-১০৪ পৃঃ)*।

৩। আল্লামা সারাখসী তাঁর বিশ খণ্ডে সমাপ্ত বিশাল গ্রন্থ 'আল-মাবসূতে' বলেন, মেহরাব ও মসজিদ ছালাতের স্থান। সে হেসাবে একই যমীন বলে গণ্য *(১/১৭৭)*।

৪। আল্লামা বুরহানুদ্দীন হেদায়া গ্রন্থে বলেন, ইমাম ছাহেব রুকূ এবং সিজদায় মেহরাবের মধ্যে হলে কোন দোষ নেই। তবে সম্পূর্ণ মেহরাবে দাঁড়ানো অপসন্দনীয়।

৫। শায়খ আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন বলেন, মসজিদের মধ্যভাগে মসজিদের সাধারণ মেঝের সাথে সমতল রেখে ক্বিবলার দিকে ইমামের দাঁড়ানোর জন্য যে খোদল করা স্থানটুকু বানানো হয় যাতে একটা কাতারের সংকুলান হয়, তা অবৈধ, হারাম বা বিদ'আত নয়। তা মসজিদে বানানো চলবে না বলে কোন শারঈ দলীল প্রমাণিত নেই *(মেহরাবের তত্ত্বসার, পৃঃ ২১)*।

৬। হাম্বলী ফিক্বহ 'কাশফুল কুনা' গ্রন্থে রয়েছে- স্পষ্ট দলীল অনুসারে মেহরাব নির্মাণ করা মুবাহ। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) এ মতের স্বপক্ষে ছিলেন *(ফাতাওয়া ও মাসায়েল, পৃঃ ৫২)*।

http://islaminonesite.wordpress.com/

৭। আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) মেহরাব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, ফলকথা মসজিদে মেহরাব জায়েয হলেও কতগুলো বিষয়ে সতর্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক। মেহরাব মসজিদের প্রাচীর ও মেঝের বাহিরে যাবে না, তার জন্য স্বতন্ত্র কামরা বা প্রকোষ্ঠ হবে না, তা গির্জার চূড়ার আকৃতি বা তার জন্য আলন্দ বা খিনাল বা তোরণ হবে না। তা মসজিদের মেঝের সমতল হবে। মসজিদের প্রাচীর গাত্রে মাত্র এতটুকু খোদল করতে হবে যাতে মেহরাবের ভিতর স্কন্ধের অতিরিক্ত প্রবেশ না করে। এরূপ মেহরাবকেই বিদ্বানগণ জায়েয বা সুন্দর বলেছেন। আমি নিজেও পবিত্র মসজিদে নববীতে রিয়াযুল জান্নাত সন্নিহিত এরূপ মেহরাব দর্শন করা ও তথায় নফল ছালাত পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উল্লিখিত শর্তগুলোর বিপরীত মন্তলাকৃতি বা তোরণাকৃতি, কারুকার্য খচিত অথবা বিরাটাকৃতি মেহরাব জায়েয হবে না *(তর্জুমানুল হাদীছ, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুন ১৯৫৮)*।

৮। হাফিয আইনুল বারী আলিয়াবী তাঁর 'আইনী তুহফা সালাতে মুস্তফা' গ্রন্থে মসজিদে মেহরাব জায়েয বলে মন্তব্য করেন।

৯। আল্লামা যারাকশী (রহঃ) বলেন, প্রসিদ্ধ ফাৎওয়া এটাই যে, আপত্তিহীনভাবে মসজিদে মেহরাব জায়েয এবং এর উপর মানুষের আমল হয়ে আসছে *(ছহীফা আহলে হাদীছ, ১৩৮২ হিজরী)*।

১০। শায়খ কাওয়ারী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে মেহরাব ছিল *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৩)*।

যারা মেহরাবকে বিদ'আত বলেন

১। আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, মসজিদে মেহরাব বিদ'আত।

দলীল সমূহঃ

(ক) ইবনে মাস'উদ (রাঃ) মেহরাবে ছালাত অপসন্দ করতেন। তিনি বলতেন, মেহরাব থাকে গির্জায়। তোমরা আহলে কিতাবদের সাদৃশ্য কর না *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪১)*।

(খ) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেছেন, তোমরা এসব মেহরাব থেকে বেঁচে থাক। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) মেহরাবে দাঁড়াতেন না *(ইবনে আবি শায়বা, সিলসিলা যঈফা ১/৬৪২)*।

(গ) সালিম ইবনে আবী জা'আদ (রহঃ) বলেন, তোমরা মসজিদে মেহরাব নির্মাণ করো না *(ইবনে আবী শায়বা, সিলসিলা যঈফা ১/৬৪২)*।

(ঘ) মূসা ইবনে ওবাইদাহ (রহঃ) বলেন, আমি আবূ যর (রাঃ)-কে মেহরাবে দাঁড়াতে দেখিনি *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৩)*।

(ঙ) ইবনে আবী শায়বা মসজিদে মেহরাব অপসন্দ হওয়ার সম্পর্কে সালাফ থেকে অনেকগুলো আছার বর্ণনা করেন *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৩)*।

(চ) শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, যেহেতু মেহরাব ইহূদীদের বৈশিষ্ট্য এবং তা তাদের গির্জায় থাকে তাই মেহরাব থেকে আমাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে নেয়া উচিত এবং তার পরিবর্তে এমন কিছু ব্যবহার করা ভাল যা গ্রহণীয়। যেমন- ইমামের স্থানে একটি লাঠি

http://islaminonesite.wordpress.com/

খাড়া করে দেয়া। আর এটাই হ'ল আসল সুন্নাত যা তাবরানীর এক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৬)*।

২। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর 'ই'লামুল আরীব বিহুদূসি বিদ'আতিল মাহরীব' নামক গ্রন্থে বলেন, নিশ্চয়ই মসজিদের মেহরাব বিদ'আত *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪১)*।

৩। আল্লামা মুল্লা আলী কারী তাঁর 'মিরকাতুল মাফাতীহ' গ্রন্থে বলেন, মসজিদে মেহরাব বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত এজন্য সালাফীগণ মসজিদে মেহরাব নির্মাণ করা এবং সেখানে ছালাত আদায় করা অপসন্দ করতেন।

৪। আহমাদ ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মেহরাব বাড়ির বিশেষ স্থান হিসাবে নির্মাণ করা যায়। শুধুমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে মেহরাবের আকৃতি নির্মাণ করা যায় না। এতে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে *(মাজমু'আ ফাতাওয়া ৩১/৭ পৃঃ)*।

৫। আব্দুল জাব্বার গাযনুভী তাঁর 'মাজমুআ ফাতাওয়া' গ্রন্থে বলেন, মেহরাব মসজিদের হুকুমে নয় এবং সেখানে দাঁড়ানো অপসন্দনীয়।

৬। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী তাঁর 'তাফসীরু ফাতহিল বয়ান' গ্রন্থে বলেন, এক জামা'আত ছাহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, মসজিদে মেহরাব অপসন্দনীয়।

৭। ইবনে হাযম (রহঃ) মসজিদে মেহরাব নির্মাণ করা অপসন্দ করতেন। তিনি প্রমাণ পেশ করে বলেন, আলী (রাঃ) বলেছেন, মসজিদে মেহরাব নব আবিস্কৃতি। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাই দাঁড়াতেন এবং পরবর্তী কাতার তাঁর পিছনে হত *(মুহাল্লা ৩/১৫৮, 'মসজিদের হুকুম' অধ্যায়)*।

৮। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, আমরা মসজিদের মেহরাব অপসন্দ করতাম *(মুহাল্লা ৪/১৫৫ অধ্যায় ঐ)*। এছাড়া আরো রয়েছে, যাঁদের মত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা-

৯। আল্লামা ওয়অহীদুযযামান, ১০। আল্লামা সামহুদী (রহঃ) ১১। আব্দুল হাই লঅখনুভী ১২। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ১৩। আল্লামা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী ১৪। আল্লামা কিরমানী ১৫। আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী। ১৬। আল্লামা আব্দুল জলীল সামরুদী প্রমুখ।

উপরোক্ত বিদ্বানগণ মেহরাবের বিপক্ষে মত পোষণ করেছেন।

মেহরাবের প্রমাণে হাদীছসমূহ ও তার অবস্থা

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الْمِحْرَابَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيْرِ ثُمَّ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى يَسَرِهِ عَلَى صَدْرِهِ. (البيهقى)

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হ'লাম, তিনি মসজিদের দিকে গেলেন এবং মেহরাবে প্রবেশ করলেন, অতঃপর তাকবীর দিয়ে তাঁর দু'হাত উত্তোলন করলেন, অতঃপর তিনি বুকে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখলেন (সুনানে কুবরা ২/৩০)।

http://islaminonesite.wordpress.com/

মেহরাবের পক্ষে এ হাদীছটি বিশেষভাবে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।

হাদীছের অবস্থা

অত্র হাদীছটি একাধিক কারণে গ্রহণযোগ্য নয়-

(১) হাদীছটি নকল করে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, অবশ্যই অত্র হাদীছে মেহরাব অর্থ ছালাতের স্থান। প্রমাণ ইমাম বাযযার (রহঃ) যখন তাঁর বাযযার নামক হাদীছ গ্রন্থে হাদীছটি নকল করেন তখন মেহরাব শব্দের পূর্বে مَوْضِعٌ শব্দটি বর্ধিত করেন, যার অর্থ ছালাতের স্থান। এটাই স্পষ্ট প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে মেহরাব ছিল না। এজন্য ইমাম বাযযার মেহরাব অর্থ ছালাতের স্থান বলে কথাটি স্পষ্ট করেন *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৫)*।

(২) অত্র হাদীছে মুহাম্মাদ ইবনে হাজর নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন। আল্লামা যাহাবী বলেন, তিনি মুনকার হাদীছ বর্ণনা করতেন *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৩)*।

(৩) আর বায়হাক্বী থেকে যে সূত্র পাওয়া যায় তাতে সাঈদ ইবনে আব্দুল জাব্বার নামে একজন রাবী আছেন। যিনি সবার ঐকমত্যে দুর্বল *(ছহীফা আহলে হাদীছ ১৩৮২ হিজরী)*।

(৪) হাদীছটি বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। যেমন-

আবুদাউদ হাদীছ নং ৭২৩-৭২৯। এসব হাদীছে মেহরাব শব্দটি উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র বায়হাক্বী এবং বাযযার এ দু'টি গ্রন্থে মেহরাব শব্দটি পাওয়া যায়। এজন্য ইমাম বাযযার মেহরাব শব্দ উল্লেখ করে ছালাতের স্থান বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই আল্লামা সামহুদী তাঁর 'ওয়াফাউল ওয়াফা' গ্রন্থে অত্র হাদীছটির অনুবাদ করার সময় বলেন, মেহরাব অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের স্থান। উল্লেখ্য যে, মেহরাব অর্থ মুছাল্লাও হয়, তা একাধিক অভিধান এবং তাফসীর গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, তাফসীরে তাবারী ইত্যাদি।

(৫) অত্র হাদীছে উম্মে আব্দুল জাব্বার নামে আরও একজন দুর্বল রাবী রয়েছে *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৪)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بُنِى لَهُ مِحْرَابُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ (البيهقى)·

সাহাল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য মেহরাব নির্ধারণ করা হল, তখন তিনি মেহরাবের দিকে এগিয়ে গেলেন *(তাবারানী, সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৫)*। হাদীছটি বিভিন্ন কারণে যঈফ।

(১) হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হ'লেও, মেহরাব শব্দটি শুধু আব্দুল মুহায়মেন নামক রাবী একাই বর্ণনা করেছেন যিনি রাবী হিসাবে দুর্বল *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৫)*।
ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি খুব দুর্বল রাবী। তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৫)*।

মেহরাব না দেয়ার প্রমাণে হাদীছসমূহ ও তার অবস্থা

http://islaminonesite.wordpress.com/

عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِى قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ (أَوْ قَالَ أُمَّتِى) بِخَيْرٍ مَالَمْ يَتَّخِذُوْا فِىْ مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحَ النَّصَارَى (أخرجه ابن أبى شيبة).

আবূ মূসা আল-জুহানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার এ উম্মাত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে থাকবে যতদিন মসজিদে খৃষ্টানদের মত মেহরাব নির্মাণ না করবে *(ইবনে আবী শায়বা)*। হাদীছটি দু'টি কারণে যঈফ।

১. আবূ মূসা জুহানী একজন তাবে-তাবেঈ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ না হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

২. অত্র হাদীছে আবূ ইসরাঈল নামে একজন দুর্বল রাবী আছে *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪০)*।

عَنْ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ فِى الْمِحْرَابِ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لِلْكَنَائِسِ فَلاَتَشَبَّهُوْا بِأَهْلِ الْكِتَابِ يَعْنِىْ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَتَ فِى الطَّاقِ.

ইবনে মাস'উদ (রাঃ) মেহরাবে ছালাত অপসন্দ করতেন, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই মেহরাব থাকে খৃষ্টানদের গির্জায়। সুতরাং তোমরা ইহূদী-খৃষ্টানদের সাদৃশ্য করো না। অর্থাৎ তিনি মেহরাবে ছালাত অপসন্দ করতেন (বাযযার)। এতে আবূ হামযা নামে একজন রাবী আছেন *(সিলসিলা যঈফা ১/৬৪১)*।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِتَّقُوْا هَذِهِ الْمَحَارِيْبَ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمَ لاَيَقُوْمُ فِيْهَا (ابن أبى شيبة بسند صحيح).

ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাঃ) বলেছেন, তোমরা এসব মেহরাব থেকে বেঁচে থাক। ইবরাহীম নাখঈ মেহরাবের মধ্যে দাঁড়াতেন না। *(ইবনে আবী শায়বা, সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফা ১/৬৪২)*।

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِىْ الْجَعْدِ قَالَ لاَتَتَّخِذُوْا الْمَذَابِحَ فِى الْمَسَاجِدِ (ابن ابى شيبة وإسناد صحيح).

সালিম বিন আবী জা'আদ (রাঃ) বলেন, তোমরা মসজিদসমূহে মেহরাব নির্মাণ করো না *(ইবনে আবী শায়বা, সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফা ১/৬৪২)*।

عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَسْجِدَ أَبِىْ ذَرٍّ فَلَمْ أَرَى فِيْهِ طَاقًا (روى بسند صحيح).

মূসা ইবনে ওবায়দা (রহঃ) বলেন, আমি আবূ যার গিফারী (রাঃ)-এর মসজিদ দেখেছি, সেখানে কোন মেহরাব ছিল না *(সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৩)*।

http://islaminonesite.wordpress.com/

عَنْ جابِرِبْنِ أُسامَةَ الْجُهَنِى قَالَ لَقِيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِىْ أَصْحَابِهِ فِى السُّوْقِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم اللك أَيْنَ يُرِيْدُ؟ قَالُوْا يَخُطُّ لِقَوْمِكَ مَسْجِدًا فَرَجَعْتُ فَإِذَا قَوْمٌ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا لَكُمْ؟ قَالُوْا خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ الله مَسْجِدًا وَغَرَزَ فِى القِبْلَةِ خَشَبَةٌ أَقَامَهَا فِيْهَا.

জাবির ইবনু উসামা আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, আমি একদা বাজারে ছাহাবীদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথীদের জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) কোথায় যাবেন? তাঁরা বললেন, সম্প্রদায়ের জন্য মসজিদ নির্ধারণ করতে যাবেন। আমি তখন ফিরে গেলাম। তারপর দেখলাম, জনগণ সব দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, তোমরা দাঁড়িয়ে কেন? তারা বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করে দিলেন এবং ক্বিবলার দিকে একটি খড়ি পুতে দিলেন অর্থাৎ মেহরাব করলেন না *(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীছ হাসান, সিলসিলা যঈফা ১/৬৪৬)*।

http://islaminonesite.wordpress.com/

মসজিদের মেহরাব প্রসঙ্গে

মুহাম্মাদ ছাদরুদ্দীন

http://islaminonesite.wordpress.com/